রম্যগল্পঃ

যৌতুক কারো জন্য কৌতুক

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
সৌদি আরব
E-mail – ayubalibd@hotmail.com

১

সারাদিন অফিসে বসা। হাটুর নিচ থেকে পা যেন কুঁচকে আসছে। শুধু চিবোয়। অফিস থেকে ফিরেছি মাত্র কিছুক্ষন হল। মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। ওজুটা সেরেই নামাজ পড়তে গেলাম। উঠবস করতে বেশ ভালই লাগল। আরাম বোধ হল। তাই নামাজ শেষে পুনরায় কম্পাউন্ডের গলিপথে হাঁটাহাটি করছিলাম। কিছুক্ষন হাঁটার পর কাকার রুমে দিকে গেলাম। পাশেই ছিল উনার রুম। উনি একবার রুমে প্রবেশ করলে আর বের হন না। টিভি চালিয়ে শুয়ে থাকেন। এতে সারাদিনের খাটাখাটুনিতে একটু বিশ্রাম হয়- তার ধারনা। কিন্তু আমরা যে কাজ করি তাতে ব্রেনের খাটুনি হয়, শারীরিক নয়। সব সময় শুয়ে বসে থাকলে তো শরীরটা একদম দধির মতো বসে যাবে। অচল অবস্থায় পড়ে থাকলে বিশালাকার ইস্পাতের ইঞ্জিনও একসময় জ্যাম হয়ে যায়। মরিচা ধরে যায়। তাই একে সর্বদা সচল রাখা প্রয়োজন। এ সবই গতানুগতিক স্বাস্থ্যগত উপদেশ সবাই জানে। কিন্তু এসব তাকে মোটেই বুঝাতে পারি না। একগাদা ঔষধ তার টেবিলের উপর বোঁঝাই। রুমে গেলেই বলে এখানে ব্যথা, ওখানে ব্যথা, এ হয়েছে, ও হয়েছে, মাথাটা ঝিমঝিম করে। বমি বমি ভাব হয়- আমি আবার একটু মশকরা করে বলি। চাচার সাথে মশকরা করতে দেখে তার রুমমেটেরা হাসে। সুযোগ পেয়ে তারাও একটু ফোড়ন কাটে। আমার পীড়াপীড়িতে তাকে কয়েকদিন হাঁটাহাটি করতে দেখেছি। তবে রেগুলার নয়।

যাইহোক, আমি তার রুমের সামনে গিয়ে দরজায় আওয়াজ করবো ঠিক এমন সময় ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ পেলাম। মহিলা নয়, পুরুষ মানুষের কান্না। রুমের সামনে বেশ

কয়েক জোড়া জুতা ও দেখলাম। কারণটা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা না করেই আস্তে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

‘ আসেন ভাতিজা।’ আতিক সাহেব আমাকে তার পাশে বসতে দিলেন। কাকার রুমমেট হিসাবে ঐ রুমের সবাই আমাকে ভাতিজা বলেই সম্বোধন করেন। আমি চুপচাপ তাদের কথা শুনছিলাম। ধনুমিয়া তার সংসারের বিভিনড়ব সুখ দুঃখ নিয়ে কথা বলছিলেন। মাঝে- মাঝে ইমোশনাল হয়ে পড়ছেন। একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে সৌদিতে কাজ করে যে বেতন পায় তা দিয়ে ছেলেমেয়েদেও লেখাপড়া বা সংসার চালিয়ে আর অবশিষ্ট থাকে না। সামনে মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। কাবিন-কবুল আগেই হয়ে গেছে। এবাড়ী সেবাড়ী জামাইয়ের আসা-যাওয়া রয়েছে। জামাই একজন ছোটখাট মুদি দোকানী। দোকানের পুঁজি বাড়ানোর জন্য বিয়েপূর্ব কথা অনুযায়ী তাকে সত্তর হাজার টাকা দিতে হবে। ধনুমিয়া গরীব মানুষ। এতটাকা একত্রে জামাইকে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার না দিলেও নয়। মেয়ের অশান্তি হবে। মেয়ের শাশুড়ী আবার একটু দজ্জাল টাইপের। আগেভাগেই ছেলে ও তার শশুর বাড়ী নিয়ে চাপা মারা শুরু করে দিয়েছেন।

‘ বেয়াই বিদেশে থাকে। মালদার পার্টি। জামাইয়ের খুব খেয়াল রাখে। বিদেশ থেকে তার জন্য বিভিন্ন উপহার পাঠায়। ব্যবসায়ের জন্য তার শশুর টাকা দিয়েছে। তাই ব্যবসাটা তরতর করে উঠছে। ঈদে শাশুড়ী দশ হাজার টাকা সেলামী দিয়েছে। ঈদ উপলক্ষে রিক্সা ভ-রে সেমাই চিনি পাঠিয়েছে।’ এভাবে তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তিনি। এমতাবস্থায় যদি তার বিন্দুমাত্র ফলে পরিনত না হয় তাহলে শাশুড়ীর সাথে বউয়ের সম্পকর্ট া কেমন হবে এ নিয়ে ধনু মিয়া চিন্তিত। অনুষ্ঠানের দিনই টাকাটা দিতে হবে। তাই ধনুমিয়া ঐ রুমে গিয়েছিলেন টাকা ধার নিতে।

‘ আপনি যৌতুক দেবেন কেন ? জানেন নাহ্, যৌতুক দেওয়া হারাম। হায়দার সাহেব ধনুমিয়াকে জ্ঞান দিলেন। তার কণ্ঠটা একটু বলিষ্ঠ। সব কিছুতেই ফাটাফাটি। নিজেকে মনে করেন বিশাল কিছু। পার্টি করেন, খুব-ই বুজুর্গপার্টি।’

‘ বাপুরে, না দিয়ে কি আর উপায় আছে ? - ধনুমিয়া বললেন।’

‘ অবশ্যই আছে। আপনি তাদেরকে বলেন, বুঝান, যৌতুক নেওয়া হারাম। আমি যৌতুক দেবো না।’

২

‘বললেতো আর হবে না ? যৌতুক নেওয়া যেমন হারাম, দেওয়াও হারাম। এটা কমবেশী সবাই জানে। তবুও নেয়। মেয়ের দিকে তাকিয়ে দিতে হয়।’ বুঝতে পারলাম, সত্যিকার অর্থে কন্যাদায়গ্রস্থ অসচছল পিতারা কত অসহায় ! মেয়ের মুখের দিকে তাকালে বাবাদের আরাম হারাম হয়ে যায়। কিন্তু কেন ? কারন কী ? আসলে কাঙিখত প্রত্যাশা পূরনে অসমর্থ হলেই মনে অসন্তোষ নেমে আসে, সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। আমার ছোটমামার বিয়ের ঠিক পরে কোরবানীর ঈদে তার শশুর বাড়ী থেকে ই-য়া বড় এক গরুর রান এসেছিল। গরুর রান দেখে মামাত ভাই মিন্টু তখন বলেছিল, ‘কাকার শশুর বাড়ীর রান দেখেতো আমার এখনই বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে।’ মিন্টুর ঐ কথাটা সেদিন সবাইকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হল- মিন্টুর বিয়ের পর যদি ঐরকম একটি ঘটনার পূনরাবৃত্তি না ঘটে তাহলে

হয়ত ঐ দৃশ্যটাই তার পরিবারে অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে। ওদের শত কোটি থাকলেও অমন একটি দৃষ্টিনন্দন আনন্দঘন মুহূর্ত কামনা করতে পারে যে কেউ। অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা মোটেই যৌতুকের পর্যায়ে পড়ে না। আত্মীয়তার সূত্র ধরে পরস্পরের এই আন্তরিকতা বিনিময়ের পন্থা বর্তমান সমাজে খুব জোরে সোরে প্রচলিত আছে। যা অস্বচছল কন্যার বাবাকে সত্যিই বিপাকে ফেলে দেয়। এই নিয়মটা কোন আইন আদালত হয়ে আসেনি। এটা স্বচছল কন্যার বাবাদের জন্যে সাধ আহল্লাদ হিসাবে অটোমেটিক এসেছে নিষ্কলুষ হয়ে, আর অস্বচছল বাবাদের জন্যে কলুষ হয়ে এসেছে। কারো কাছে কৌতুক আর কারো কাছে যৌতুক। সামাজিক ঐ অস্পৃশ্য বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই কঠিন। কাজেই আমার মনে হয় এক্ষেত্রে এ্যাডজাষ্ট ইজ দ্য বেষ্ট পলিসি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে তার নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সচেতনতার পরিচয় দেওয়া ছাড়া গতি নেই। হায়দার সাহেব আবারো জোর গলায় বললেন, ' না, আপনি কিছুতেই দেবেন না।'

' বাবা, না দিয়ে উপায় নাই। - ধনুমিয়া খুব অসহায়ভাবে জবাব দিলেন।'

' ঠিক আছে, আপনার মর্জি। আমার একটাই মেয়ে। যৌতুক দিয়ে আমি তাকে কখনোই বিয়ে দেবো না।'

হায়দার সাহেবের নীতিকথায় কি আর ধনুমিয়ার সমস্যার সমাধান হবে ? তিনি যৌতুক দেবেন না এটা খুব ভাল কথা। তবে তিনি এটাও বলেছেন, খুশীমনে যতটুকু সম্ভব দিবেন। এর চেয়ে বেশী আর কী লাগে, বলুন ? 'যৌতুক' শব্দটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি ? অর্থাৎ তার ভাষায় বুঝা গেল যে, তিনি সুদ নেবেন না, লভ্যাংশ নেবেন, কিংবা জেনা করবেন না, এন্‌জয় করবেন।

' ঠিক আছে আপনি তাহলে আপনার মেয়েকে ঘরে পালতে থাইকেন।' হায়দার সাহেবের কপট মন্তব্যে আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল। তবুও তিনি বললেন , ' প্রয়োজনে তাই-ই রাখবো।'

' বেয়াদবী মাপ করবেন, পালার আগে তার যৌবনটা বেঁধে রাখার জন্য মজবুত দেখে একটা শিকল কিনে নেবেন, প্লিজ।'

' তার মানে আপনি কি যৌতুক সাপোর্ট করছেন ? '

' কক্ষোনই না। আমি ঘৃনা করি। পারলে আমি একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতাম বাই ফোর্স। কিন্তু বিষয়টা হল- যারা প্রতিবাদ করতে পারে, প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে, তাদের পক্ষে যৌতুক না দিয়ে হয়ত বাঁচা সম্ভব। কিন্তু ধনুমিয়ার মতো মানুষ- যার মেয়ে অন্যের দখলে চলে গেছে। পার্থিব কিছু টাকার জন্য তাকে শারীরিক বা মানষিক নির্যাতন করা হচ্ছে। সেই বাবা মেয়ের ঐ দুরবস্থা দেখে যৌতুক দিতে বাধ্য হন কিনা, প্রশ্ন সেখানেই।'

৩

আপনি আপনার মেয়ের বিয়ের সময়ে হয়ত আপনার দূর্বলতা বুঝতে পারবেন। আর সেই দুর্বলতার সুযোগ-ই গ্রহন করবে একশ্রেনীর বিবেকহীন অমানুষ। রুমের অন্য সদস্যগন তখন আমাকে বললেন-' আপনি তো এখনো বিয়েই করেননি। এত অভিজ্ঞতা পেলেন কোথায় ? ' উপলব্ধি থেকে তখন জবাব দিয়েছিলাম- 'একজন বাবার চোখের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়। বিয়ে করিনি

তাতে কি, বিয়ে হতেতো দেখেছি। তাছাড়া আমার ছোট বোনের বিয়েতে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। ’

তবুও হায়দার সাহেবের গলাবাজি কমেনি। চাপার জোরে কি সব কিছু হয় ? কিছু কিছু বিষয় আছে যা উপলব্ধি দিয়ে কৌশলে সমাধান করতে হয়। সবশেষে তাকে একটা প্রশ্ন করলাম , ‘ ছাগল একটা প্রাণী, কুকুরও একটা প্রাণী। দুটোই আল্লাহর সৃষ্টি। ছাগল মুসলমানদের জন্যে হালাল। কিন্তু কুকুর হালাল তো দুরের কথা স্পর্শ করাও পাপ। রাইট ? ’

‘ জ্বি, রাইট।’

‘ তাহলে আপনি আপনার চাকুরীর খাতিরে যদি মিষ্টার কিমের কুত্তারে গোসল করাতে পারেন তাহলে আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তান একমাত্র মেয়ের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফোঁটাতে সত্তর হাজার টাকা দিতে পারবেন না কেন ? ’

হায়দার সাহেবের মুখটা মুহুর্তেই কিমের কুত্তার মতো হয়ে গেল।

(আমার এই গল্পটা করার উদ্দেশ্য কিন্তু যৌতুককে সাপোর্ট করা নয়। ধনুমিয়ার মতো একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার মনের গভীরে অবস্থানরত কষ্টটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। ধনুমিয়ার সামর্থ্য নেই। থাকলে হয়তো সুদকে লভ্যাংশ বা জেনাকে এন্‌জয় হিসাবে চালিয়ে দিতেন। অথবা মেয়ের শশুর বাড়ীতে ডিমান্ডবিহীন অনেক কিছুই উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিতেন। খুশীর মুল্য অনেক। সত্তর হাজার তো একটা নির্দিষ্ট পরিমান। কিন্তু অনির্দিষ্ট হওয়া বেশী বিপদজ্জনক। তবে উপঢৌকন প্রত্যাশা না করাই উত্তম। তাতে মনে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কাই বেশী থাকে। যদিও এই কষ্টটা গর্বিত ছেলের মায়েরাই বেশী পান।)